সেভ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্ট্রর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরাম

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৭

গঠনতন্ত্র

প্রথম প্রকাশনা: ২৬ মার্চ ২০১৭

সর্বশেষ সংশোধনী: ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

ধারা-১: **সংস্থার নাম:** সেভ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্ট্রর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরাম

ধারা-২: **সংস্থার ঠিকানা: সেমন্তি টাওয়ার** (৪র্থ তলা), কদমতলী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

ধারা-৩: **সংস্থার কার্য পরিধি:** ঢাকা জেলা, পরবর্তীকালে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

ধারা-৪: **সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:**

সম্পূর্ণরূপে একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক যুবকল্যাণমূলক সংস্থা। বজ্রপাত, বন্যা, ঝড় ও জলচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুযোগের আগে ও পরে ভলেন্টিয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা । এছাড়া, ফ্লাশ ফ্লাড, সাইবার ক্রাইম, মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা, জেলা- উপজেলা-উউনিয়ন-ওয়ার্ড-গ্রামে পাবিলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা সহ সমাজের নানা অসঙ্গতির সচেতনা বৃদ্ধিতে ভলেন্টিয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়ে সমাজকল্যাণমূলক ও মানব হিতৈষী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এই সংস্থা একতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কর্ম উদ্যোগের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য এককালীন, মাসিক ও বিশেষ অনুদানের মাধ্যমে অর্থ-সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা

করবে। এ সংস্থা দেশি-বিদেশি যেকোনো সংস্থার আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করে উন্নয়নমূলক কাজ করবে ।

ধারা-৫: **সংস্থার বিস্তারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

(ক) **বর্জ্রপাত সচেতনতা কার্যক্রম:**

বর্জ্রপাত সচেতনতায় গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে লিফলেট বিলি, পথসভা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা তৈরী, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনা তৈরীতে কর্মশালা, আলোচনা ও ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শণের মাধ্যমে সচেতন করবে। বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুযোগের আগে ও পরে গ্রামে গ্রামে প্রচারণা, দুর্যোগের পরে উদ্ধার কার্যক্রম ও বিভিন্ন ধরণের ভলেন্টিয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(খ) সাইবার ক্রাইম :

বেড়েই চলছে সাইবার ক্রাইম। কিন্তু কোথায় যেতে হবে এর প্রতিকারে। তা অনেকেরই অজানা। এই সুযোগে অসৎ প্রকৃতির লোকজন সহজ সরল মানুষকে সহজেই বিপদে ফেলে দেয়। বিপদ্রগ্রস্ত লোকজনকে সচেতন করে সমাজে শান্তি বিরাজ রাখতে কাজ করবে।

(গ) ফ্লাশ ফ্লাড (অকাল বন্যায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি):

এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে যত ধান উৎপাদন করা হয় এর ১৮ ভাগ আসে হাওরাঞ্চল থেকে। কিন্তু প্রায়ই অশাল বন্যায় ভেসে যায় ফসল। ক্ষতির সম্মুখীন হয় কৃষক। ঘাটতি পড়ে দেশের চাহিদায়। কিন্তু কৃষককে একটু সচেতন করা গেলে অশাল বন্যা থেকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। সেভ দ্য সোসাইটি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও গবেষকদের সহায়তা কৃষকদের সচেতনতায় কাজ করবে।

(ঘ) ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধ কার্যক্রম:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকভাবে শুরু হয় ২০০০ সালে। ২০০০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ২ লাখ ৪৪ হাজার ২৪৬ জন এ রোগে আক্রান্ত হন। ২০২৩ সালে মোট মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের, আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ২১ হাজারের বেশি। ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধে

সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, আক্রান্ত-মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রকাশ করে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে সহযোগিতা করা।

(ঙ) মাদকমুক্ত সমাজ :

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করলেই চলবে না, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষসহ যুব সম্প্রদায় কেন এ মরণ নেশায় আসক্ত হচ্ছে তা খুঁজে বের করতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, বখে যাওয়া ছেলে-মেয়ে, ভাসমান জনগোষ্ঠী, পথশিশু, যাযাবর, যৌনকর্মী, হিজড়া, চা শ্রমিকরা মাদকাসক্ত হয়। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন কথা বলে। যারা ইতোমধ্যে মাদকসক্ত হয়ে গেছে তাদেরকে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে আলোর পথে ফিরিয়ে আনা। অপরদিকে যারা এখনো মাদকের পথে পা বাড়ায়নি তাদেরকে এ পথের কুফল তুলে ধরে যুব সমাজকে সুনাগরিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করবে। এয়াড়া মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের নানা কর্মসূচতে সহায়তা প্রদান করবে।

(চ) **শিশু ও যুব কল্যাণ:**

আজকের শিশু আগামি দিনের ভবিষ্যত। সব শিশুকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দেশের অবহেলিত গরিব ছিন্নমূল টোকাই শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিবেশগত মান উন্নয়ন করা। যুবকদের কল্যাণে মৎস্য ও পশু সম্পদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে সরকারি/বেসরকারি হাওড়-বাঁওড়, মজাপুকুর, ডোবা-নালা ইত্যাদি ইজারা গ্রহণপূর্বক মৎস্য চাষের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সমাজের শিক্ষিত বেকার যুবকদের মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। কৃষি ক্ষেত্রে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ, উৎসাহ প্রদান এবং এর মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে ফলন বৃদ্ধি করতে কৃষকদের শিক্ষার মাধ্যমে যুগোপযোগী কৃষক হিসেবে গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনে কৃষি উপকরণ বীজ, সার, ওষুধ ইত্যাদি সহজে এবং সুলভমুল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং ছোট বড় হিমাগার প্রতিষ্ঠা করে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণে সহযোগিতা করা এবং প্রদর্শনী খামার তৈরি করা।

(ছ) **জলবায়ু:** জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমাজে জ্ঞান ও

সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। সেজন্য দেশজুড়ে দীর্ঘমেয়াদে ক্যাম্পেইন করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে নির্মল পরিবেশের লক্ষ্যে বনায়ন ও পরিবেশ-দূষণমুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সচেতনা বৃদ্ধি।

(জ) **আইন সহায়তা প্রদানঃ**

সুনাগরিক হওয়ার জন্য আইন মানা যেমন গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি আইন জানাও গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে দেশের আইনসমূই জানাতে ক্যাম্পিং করা। দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের আইনি সেবা নিশ্চিতের জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করা। বিশেষ করে শিশু ও নারীদের আইনী সহায়তা প্রদান করা।

(ঝ) **কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পূনর্বাসন :**

কারামুক্তদের কল্যাণে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহায়তা প্রদান। যাতে তারা আর পূবের অন্যায় কাজে জড়িয়ে না পরে।

(ঞ) **সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাঃ**

কার্যক্রমের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারি ও বেসরকারি সকল সংস্থার সঙ্গে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পর্ক স্থাপন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ।

(ট) **নারী কল্যাণ কর্মসূচিঃ**

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নারীসমাজকে পরনির্ভরশীলতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(ঠ) শারীরিকও মানসিক প্রতিবন্ধিদের কল্যানঃ

প্রতিবন্ধিরা সমাজের বোঝা নয়। তাদেরকে দেশের সম্পদে পরিণত করতে প্রতিবন্ধি স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ সব ধরনৈর প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করা।

(ড) কিশোর অপরাধীদের কল্যাণঃ কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য মুটিভেশন প্রদান করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলতে সহায়তা।

(ঢ) **পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা:** প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন,লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা স্কুল কলেজের চেয়ে বেশি। এই কথাকে সামনে রেখে সেভ দ্য সোসাইটি প্রতিটি জেলা- উপজেলা-ইউনিয়ন-ওয়ার্ড-গ্রামে যেখানে কোনো পাবিলিক লাইব্রেরী নেই সেখানে একটি করে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা।

ধারাঃ ০৭। সদস্য পদ ঃ

(ক) **সদস্য পদের যোগ্যতা** ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ১৮ বছরের উর্ধ্বে সমিতির আর্দশ ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল এবং এসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্র মেনে চলতে সম্মত আছেন এমন বাংলাদেশী নারী-পুরুষ এই এসোসিয়েশন এর সাধারণ সদস্য পদের জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবেন।

(খ) **সদস্য পদ লাভের নিয়মাবলী ঃ** সমিতির নির্ধারিত ফরমে ১(এক) জন সদস্যের সুপারিশ গ্রহণ পূর্বক আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হলে এসোসিয়েশন এর কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করে সদস্য পদ লাভ করা যাবে।

(গ) সাধারণ সদস্য পদে চাঁদার হার ঃ সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে ২০০/- (দুইশ) টাকা ভর্তি ফি ও মাসিক ১০০ (একশ) টাকা প্রদান করতে হবে।

ধারাঃ ০৮। সদস্য পদের ধরন ঃ

প্রতিষ্ঠানে ০৪ (চার) ধরনের সদস্য থাকবে, যেমনঃ-

(ক) <u>প্রতিষ্ঠাতা সদস্য</u> ঃ

যাদের উদ্যোগে সংস্থা প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে তারাই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণ সদস্যের ন্যায় তারা মাসিক/ বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করবেন। তাদের ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধীতা করার ক্ষমতা থাকবে।

(খ) <u>সাধারণ সদস্য</u> ঃ

সমিতির সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ, আজীবন সদস্য ধারা-৬ মোতাবেক সকল সদস্য সাধারন সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। সাধারন সদস্যদের ভোটাধিকার এবং

এসোসিয়েশন এরযে কোন বিষয়ে জানার অধিকার থাকবে।

(গ) **পৃষ্ঠপোষক সদস্য ঃ**

সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যিনি বা যারা আর্থিক ভাবে কিংবা পরামর্শ প্রদান পূর্বক অবদান রাখবেন, কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে তাদেরকে পৃষ্ঠপোষক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

(ঘ) **আজীবন সদস্য ঃ**

সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হয়ে কেউ এককালীন ২০০০০(বিশ হাজার) টাকা কিংবা সমপরিমান সম্পদ দান করেল, কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে তাকে আজীবন সদস্য হিসেবে গ্রহন করা যাবে। তিনি ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার অধিকার লাভ করবেন। তাকে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না।

ধারাঃ ০৯। সদস্য পদ বাতিলের নিয়মাবলী ঃ

নিম্নে উল্লেখিত কারনে একজন সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হতে পারে-

(ক) একাধারে ৬ মাসের চাঁদা পরিশোধ না করলে।

(খ) পর পর ৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

(গ) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

(ঘ) আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হলে।

(ঙ) পাগল কিংবা দেউলিয়া সাব্যস্থ হলে।

(চ) গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে।

(ছ) সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন কাজে অংশগ্রহণ করলে।

(জ) সংস্থা হতে কোন বেতন, সম্মানী বা কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহন করলে।

ধারাঃ ১০। সদস্য পদ পুনঃ লাভের পদ্বতি ঃ

সদস্য পদ হারানোর পর উপযুক্ত জবাব লিখিতভাবে সভাপতি/সাধারন সম্পাদক বরাবর পেশ করতে হবে।

সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক ঐ জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় তা পেশ করবেন। সভার ২/৩ ভাগ সদস্যের অনুমোদনক্রমে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে পুনরায় সদস্য পদ লাভ করা যাবে।

ধারাঃ ১১। সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সমিতির ৩ (তিন) ধরনের পরিষদ থাকবেঃ

১। সাধারণ পরিষদ।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদ।

৩। উপদেষ্টা পরিষদ।

ধারাঃ ১২। সাধারণ পরিষদ ঃ

সংস্থার সাধারণ সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আজীবন সদস্য সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে, যা-

(ক) সমিতির সকল কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করবে।

(খ) সমিতির বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।

(গ) সমিতির নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করবে।

(ঘ) সমিতির গঠনতন্ত্রের কোন প্রকার সংশোধনের প্রয়োজন হলে ২/৩ ভাগ সদস্যের অনুমোদনক্রমে তা সংশোধন করবে। তবে ঐ সংশোধনী কার্যকর করার পূর্বে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।

(ঙ) সমিতির গঠনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

(চ) সমিতির বিলোপ সাধনের প্রয়োজন দেখা দিলে ৩/৫ ভাগ সাধারণ সদস্যের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং চুড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবে।

(ছ) সমিতির আর্থিক নিয়মনীতি ও চাকুরীবিধি অনুমোদন করবে।

(জ) সমিতির দূর্যোগকালীন সময় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তা চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(ঝ) তলবী সভা আহ্বান পূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্থাব আনতে পারবে।

ধারাঃ ১৩। কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর। পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ৯(নয়) জন। তবে সাধারণ সভায় ২/৩ ভোটে পরিষদের পদ বাড়াতে পাড়বে।

১। সভাপতি

২। সহ-সভাপতি

৩। সাধারণ সম্পাদক

৪। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

৫। কোষাধ্যক্ষ

৬। সাংগঠনিক সম্পাদক

৭। দপ্তর সম্পাদক

৮। কার্যনির্বাহী সদস্য-১

৯। কার্যনির্বাহী সদস্য-২

ধারাঃ ১৪। কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(ক) এসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করা।

(খ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী আয় ও ব্যয় করা।

(গ) বেতনভূক্ত কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রন করা।

(ঘ) দৈনন্দিন খরচ সমূহ অনুমোদন করা।

(ঙ) বাজেট প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা।

(চ) অনুমোদিত হিসাবনিরীক্ষা ফার্ম/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করা।

(ছ) এসোসিয়েশন এরব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা।

(জ) সকল কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করা।

(ঝ) নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা।

ধারাঃ ১৫। উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের পরার্মশ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে, যার মেয়াদ হবে ৩ বছর। বিশিষ্ট সমাজকর্মী, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং এসোসিয়েশন এর শুভাকাঙ্খির সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে। পরিষদের সদস্য থাকবে ৭ (সাত) জন, তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

ধারাঃ ১৬। শাখা পরিষদঃ

(ক) শাখা পরিষদ গঠন কাঠামোঃ (নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে)

বিভিন্ন জেলায়/উপজেলায়/থানায়/ওর্য়াডে/ইউনিয়নে/মহল্লায় এসোসিয়েশন এর শাখা অফিস খুলতে পারবে। প্রতিটি জেলায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি জেলা শাখা পরিষদ থাকবে। জেলা শাখা পরিষদের সদস্যরা হবেন সভাপতি-১ জন, সহ-সভাপতি-১ জন, সাধারণ সম্পাদক-১ জন, কোষাধ্যক্ষ-১জন, সাংগঠনিক সম্পাদক-১ জন, দপ্তর সম্পাদক-১ জন, নির্বাহী সদস্য ২ জন, মোট ৭ জন।

(খ) শাখা পরিষদের কর্তব্য ও সুবিধা সমূহ ঃ

শাখা পরিষদ এসোসিয়েশন এর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যাদী বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের সকল কার্যক্রমের জন কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে জবাবদিহিতা করবে। এছাড়া কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করবে।

(গ) শাখা পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত করন ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ যে কোন সময় যে কোন শাখা পরিষদের কার্যক্রম কোনরূপ জবাবদিহিতা ছাড়াই স্থগিত করতে পারবে এবং এ সময় তার সকল দায়-দেনা বহন করবে। স্থগিতকরণের ক্ষেত্রে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে তা অবহিত করতে হবে।

(ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক শাখা পরিষদ নিয়ন্ত্রন ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী শাখা পরিষদ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বাধ্য থাকবে। শাখা পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বলে বিবেচিত হবে।

ধারাঃ ১৭। কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১) সভাপতি ঃ

(ক) এসোসিয়েশন এর সভাপতি সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি সমান সংখ্যক ভোট পড়ে তবে কাস্টিং ভোট প্রদান করে সমস্যার মিমাংসা করবেন।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের খরচের অনুমোদন দিবেন।

২) সহ-সভাপতি ঃ

(ক) সভাপতিকে সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তার দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) অবৈতনিক নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচী নির্ধারনপূর্বক সভার নোটিশ প্রদান করবেন।

(গ) এসোসিয়েশন এর পক্ষে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করবেন।

(ঘ) এসোসিয়েশন এর পক্ষে সরকারী, বেসরকারী, ও দাতা সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(ঙ) এসোসিয়েশন এর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পদের দেখাশুনা ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সথে পরামর্শ করবেন।

(চ) কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে এসোসিয়েশন এর আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষনাবেক্ষন করবেন।

(ছ) বার্ষিক সাধারণ সভায় এসোসিয়েশন এর কাজের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করবেন।

(জ) বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন কাজের তদারকি করবেন।

(ঞ) এসোসিয়েশন এর সকল কার্যক্রম পরিচলনা করবেন।

৪) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) তিনি সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ)তিনি সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের কাজে সব সময় সহযোগিতা করবেন।

৫) কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) এসোসিয়েশন এর আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(খ) আয়-ব্যয়ের হিসাব ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ করবেন।

(গ) ব্যাংকে টাকা জমাদান এবং ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলন করবেন।

(ঘ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককর্তৃক অনুমোদিত বিল ভাউচারে টাকা পরিশোধ ও সংরক্ষণ করবেন।

(ঙ) দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য ১০(দশ) হাজার টাকা হাতে মজুদ রাখতে পারবেন।

(চ) বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষা দলকে সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

৬। সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

(ক) এসোসিয়েশনের যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার ও

গতিশীল করার লক্ষ্যে সভাপতি ও সম্পাদকের পরামর্শ ক্রমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(খ) এলাকা ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহ করবেন এবং তার তালিকা সংগ্রহ করবেন।

৭। দপ্তর, সাহিত্য, প্রচার, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকঃ

(ক) তিনি এসোসিয়েশনের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় সাধারন সম্পাদককে সার্বক্ষনিক সহায়তা করবেন। সমিতির যাবতীয় দলিল পত্রাদী সাধারন সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন।

(খ) এসোসিয়েশন এর যাবতীয় প্রকাশনা যেমন-ম্যাগাজিন,ক্রোড়পত্র,বই বিভিন্ন পত্রিকায় সমিতির কার্যক্রম প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) সংস্থার যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। যেমন- বনভোজন,পূর্নমিলনী, ইত্যাদী পরিচালনা করবেন।

(ঘ) সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম জনসম্মুখে তুলে ধরবেন এবং সেগুলোকে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৬) কার্যনির্বাহী সদস্য ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারাঃ ১৮। নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

১) সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের প্রস্তাবনা ও সমর্থনে অথবা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অথবা ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ মনোনীত বা নির্বাচিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের এক মাসের মধ্যে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২) নির্বাচনী ফলাফল ঘোষনার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিধায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়ার দিন হইতে ৩(তিন) বৎসরের জন্য নির্ধারিত হবে। তবে কোন কারনে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন বা নির্বাচন বিলম্বিত হলে পূর্বের কার্যনির্বাহী পরিষদ নতুন

কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত এসোসিয়েশনের এরকার্যক্রম চালিয়ে যাবেন। তবে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) ত্রিবার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারাঃ ১৯। নির্বাচন কমিশন ঃ

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের সভায় উপদেষ্টাদেষ্টা ও সদস্যদেও মধ্যে থেকে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বচন কমিশনার ও দুই জন সহকারী নির্বাচন কমিশনার থাকবে।

(খ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না এমন সাধারণ সদস্য অথবা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের সদস্য হবেন।

(গ) নির্বাচন কমিশন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা করবেন এবং নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে।

(ঘ) প্রত্যেক ভোটার একটি পদের জন্য একটি ভোট প্রদান করবেন।

(ঙ) কোন পদের বিপরীতে সমান সংখ্যক ভোট পরলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল ঘোষনা করা হবে।

(চ) সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের পূর্বে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

ধারাঃ ২০। সভাসমূহ ঃ

১) সাধারণ সভাঃ

বছরে কমপক্ষে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভা আহ্বানের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ন হবে।

২) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাঃ

তিন মাসে ১(এক)টি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভা

আহ্বানের ৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং কমপক্ষে ২/৩ কার্যনির্বাহী সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ন হবে।

৩) জরুরী সভাঃ

জরুরী ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা নির্বাচিত সময় ছাড়াও আহ্বান করা যাবে। জরুরী সাধারণ সভার নোটিশ কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে ও জরুরী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নোটিশ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে প্রদান করা যাবে। জরুরী সাধারণ সভার ক্ষেত্রে মোট সদস্যের ২/৩ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ন হবে এবং জরুরী কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ জন কার্যনির্বাহী সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ন হবে।

৪) মূলতুবী সভাঃ

কোরামের অভাব কিংবা অন্য কোন কারনে পরিষদের সভা মুলতুবী হলে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আলোচ্যসূচীর ভিত্তিতে সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে। ঐ সভায় যে কোন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ন কোরাম ধরা হবে।

৫) তলবী সভা ঃ

কোন কারনে সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক সভা অনুষ্ঠানের উদ্যেগ না নিলে সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের ২/৩ ভাগ সদস্য লিখিতভাবে সভাপতিকিংবা সাধারণ সম্পাদককে সভা অনুষ্ঠানের জন্য আবেদন জানাবে। আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তারা সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীরা নিজেরাই ১ (এক) জনকে আহ্বায়ক করে ২১(একুশ) দিনের নোটিশে সভার আয়োজন করতে পারবে।ঐ সভায় ২/৩ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারাঃ ২১। অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন পদের বিরুদ্ধে ২/৩ ভাগ কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে। এ ধরনের প্রস্তাব ২/৩ ভাগ সাধারণ সদস্যের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারাঃ ২২। কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ পূরন পদ্ধতি ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন পদ শূন্য হলে কো-অপ্ট করা যাবে। সাধারণ সভায় ২/৩ ভাগ সদস্যের সম্মতিক্রমে ও নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর তা কার্যকরী হবে।

ধারাঃ ২৩। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

ক) এসোসিয়েশন এর আয় সদস্যদের চাঁদা, দানশীল ব্যক্তির দান, সরকারী/বেসরকারী, দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থা, ব্যক্তির অনুদান, বা ব্যাংক ঋন, ও অন্যান্য উৎসের আয়ই এসোসিয়েশন এর আয় বলে বিবেচিত হবে।

খ) সংস্থায় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে এসোসিয়েশন এরনামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।

গ) সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবটি এসোসিয়েশন এর সভাপতি, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। তবে যে কোন ২ (দুই) জনের যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

ঘ) এসোসিয়েশন এর সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

ঙ) দৈনন্দিন খরচ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষযথাযথ ভাউচার ব্যবহার করবেন।

চ) সকল খরচের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় অনুমোদন নিতে হবে এবং সাধারণ সভায় বাজেট পেশ করতে হবে।

ছ) এসোসিয়েশন এর দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য সভাপতিসর্বাধিক

৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা এবং সাধারণ সম্পাদক ৩,০০০/-(তিন হাজার) কোষাধ্যক্ষ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা ব্যয় করতে পারবেন তবে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত খরচের অনুমোদন নিতে হবে।

ধারাঃ ২৪। সংস্থার বর্ষ গণনা ঃ

১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এসোসিয়েশন এর বর্ষ গণনা করা হবে। ১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত অর্থ বছর ধরা হবে।

ধারাঃ ২৫। অডিট ঃ

অনুমোদিত কোন ফার্ম কিংবা নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা এসোসিয়েশন এর বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করতে হবে। প্রত্যেক বছরের নিরীক্ষা যথাসময়ে সম্পন্ন করে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

ধারাঃ ২৬। তহবিল বৃদ্ধি ঃ

সংস্থার তহবিল বৃদ্ধি কল্পে প্রকল্প/কর্মসূচী অনুষ্ঠান পরিচালনা শেষে আয় ও ব্যয়ের পূর্ন হিসাব বিবরণী নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

ধারাঃ ২৭। আইনগত বাধ্যবাধকতা ঃ

এই এসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্রে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন তা ১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায় এবং দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

ধারাঃ ২৮। গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি ঃ

এসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে সাধারণ পরিষদের ২/৩ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে তা

করা যাবে। এক্ষেত্রে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর তা কার্যকর হবে।

ধারাঃ ২৯। সংস্থার বিলুপ্তি ঃ

কোন কারণে সংস্থা বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে ৩/৫ ভাগ সাধারণ সদস্যের অনুমোদনক্রমে তা করা যাবে। তবে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর তা কার্যকর হবে।

সমাপ্ত